কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭২তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭২তম সভা জুলাই ৩১, ২০১৩ সকাল ১০.০০ টায় ড. ওয়ায়েস কবীর, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি মহোদয় সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আলোচ্য সূচী অনুযায়ী সভার কাজ শুরু করার জন্য জনাব এ এইচ ইকবাল আহমেদ, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ও সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড, গাজীপুরকে অনুরোধ জানান। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী সভার কার্যপত্র সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় উপস্থিত সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭১তম মুলতবী সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

সভার শুরুতে এ এইচ ইকবাল আহমেদ, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭১তম মুলতবী সভার কার্যবিবরণীটি সভায় উপস্থাপন করেন। কার্যবিবরণীটি উপস্থাপন কালে বিষয়ভিত্তিক গৃহীত সিদ্ধান্তবলী উপস্থিত সদস্যবৃন্দের অবহিত করেন। গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর উপস্থিত সদস্যবৃন্দের কোনরূপ মতামত বা মন্তব্য না থাকায় কার্যবিবরণীটি পরিসমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭১তম সভার মুলতবী সভার কার্যবিবরণীটি সর্ব সম্মতিক্রমে পরিসমর্থিত হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত বিআর-৭৫১৭-২আর-২৭-৩ কৌলিক সারিটি ব্রিধান-৬২ হিসাবে আমন মৌসুমে ছাড়করণ (পুনঃ উপস্থাপন)।

প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটি ছাড়করণের নিমিত্তে মার্চ ১৩, ২০১৩ খ্রিঃ এ অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ৭১তম সভায় উপস্থাপন করা হলে ব্রি প্রতিনিধি সারিটির চালে ১৯ মিলিগ্রাম/কেজি জিঙ্ক রয়েছে বলে সভাকে অবহিত করেন। অতঃপর এ বিষয়ে ড. উজ্জ্বল কুমার নাথ, প্রফেসর, বাকৃবি, ময়মনসিংহ প্রস্তাবিত সারিটি কি পরিমান জিঙ্ক মাটি থেকে উত্তোলন করবে এবং পরবর্তীতে জমিতে জিঙ্কের অভাব হবে কি না। তা ছাড়া রান্নার পর উল্লিখিত পরিমান জিঙ্ক থাকবে কি না বা খাওয়ার পর শরীরে কি পরিমাণ জিন্ক Absorb হবে এবং সেটা শরীরের জন্য ক্ষতিকর হবে কিনা প্রভৃতি বিষয়ে জানতে চান এবং এ ধরনের তথ্যাদির ঘাটতি থাকায় আরো তথ্য উপাত্তসহ কারিগরি কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করা যেতে পারে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উল্লেখ্য যে সারিটি ২০১০-১১ আমন মৌসুমে ঢাকা, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর এ ৪টি অঞ্চলের ৭টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৭টি স্থানের মধ্যে গাজীপুরে ছাড়করণের পক্ষে তানোর, রাজশাহী পুনঃ ট্রায়াল এবং যশোর, বগুড়া, রংপুর সদর, লালমনিরহাট ও বীরগঞ্জ এ ৫টি স্থানে ছাড়করণের বিপক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল মতামত প্রদান করে। এছাড়া ৭টি স্থানের মাধ্যে ৫টি স্থানে প্রস্তাবিত জাতের ফলন চেকজাত থেকে কম দেখা যায় এবং তিনটি স্থানে প্রস্তাবিত জাতে sheath blight রোগের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। ট্রায়ালকৃত ফলাফল প্রতিবিদন পর্যালোচনার জন্য সভায় উপস্থাপন করা হলে সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে conventional way তে মাঠ মূল্যায়ন করা হয়। এই পদ্ধতি ফসলের পুষ্টি মান দেখা হয় না। তবে Standard wayতে মাঠ মূল্যায়ন কর্মপরিকল্পনা তৈরী করা দরকার। অতঃপর তিনি কারিগরি কমিটির ৭১তম সভায় ড. উজ্জ্বল কুমার নাথ, প্রফেসর, বাকৃবি, ময়মনসিংহ প্রস্তাবিত সারিটির জিঙ্ক সম্পর্কে যে মন্তব্য প্রদান করেন সে বিষয়ে ব্রি প্রতিনিধিকে বিস্তারিত মতামত প্রদানের জন্য আহ্বান জানান। এ প্রেক্ষিতে ড. হেলাল উদ্দিন আহম্মদ, প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি সভায় উল্লেখ করেন যে, ১ মে.টন চাল উৎপাদনে মাটি থেকে ৪০ থেকে ৫০ গ্রাম জিঙ্ক উত্তোলন করতে হয় এবং মাটিতে জিঙ্ক সার প্রয়োগ করে জিঙ্কের ঘাটতি পূরণ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে পরপর দুই মৌসুম হেক্টর প্রতি ১০ কেজি জিঙ্ক প্রযোগ করা হলে পরবর্তী ৩/৪ বছর মাটিতে জিঙ্কের ঘাটতি হয় না। এ ছাড়া তিনি উল্লেখ করেন যে, চালে এমাইনো এসিড ও জিন্ক সালফেট হিসাবে যথাক্রমে শতকরা ২৪.০৪ ও ২২.৪৭ ভাগ জিঙ্ক থাকে এবং এমাইনো এসিড ও জিঙ্ক সালফেট হিসাবে যথাক্রমে শতকরা ৬৮.৩৭ ও ৬৪.৪৩ ভাগ জিঙ্ক শরীরে Absorb হতে পারে। চালে জিঙ্কের পরিমান বৃদ্ধি হলে শরীরে Absorbtion বেশী হবে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে,প্রস্তাবিত সারিটি এযাবৎ কালের আমন মৌসুমে সবচেয়ে স্বল্প জীবন কাল সম্পন্ন একটি জাত, (১০০ থেকে ১০৫ দিন) যা ব্রিধান ৩৩ থেকে ১০-১২ দিন আগাম, এ জাতের চাল সরু, হেক্টর প্রতি ৪.২০ মে, টন ফলন দিতে সক্ষম এবং চালে শতকরা ৯ভাগ প্রোটিন ও ১৯ মিলিগ্রাম/কেজি জিঙ্ক রয়েছে।

অতঃপর সভাপতি মহোদয় ব্রি কর্তৃক প্রস্তাবিত ধানের সারিটি ছাড়করণের বিষয়ে উপস্থিত সদস্যবৃন্দের মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। Conventional ব্রিডিং পদ্ধতিতি উদ্ভাবিত ধানের জাতে কি পরিমাণ জিঙ্ক থাকে এবং চালে জিঙ্কের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে শরীরে জিঙ্ক Absorbtion বৃদ্ধি পায়। এ বৃদ্ধির মাত্রা কত পর্যন্ত হতে পারে তার কোন গ্রাফ আছে কিনা প্রভৃতি বিষয়ে ড. আরিফ হাসান খান, প্রধান(ভারপ্রাপ্ত), কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাকৃবি জানতে চাইলে ব্রি প্রতিনিধি জানান যে, এ ধরণের কোন গ্রাফ নাই তবে

conventional ব্রিডিং পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত আমন ধানের জাতে ১০-১৪ মিলিগ্রাম/কেজি জিঙ্ক থাকে। ব্রি প্রতিনিধি আরো জানান যে, স্থানীয় আউশ জাতে জিঙ্কের পরিমান বেশী। স্থানীয় আউশ জাতের আবাদ দিন দিন হ্রাস পাওয়ায় জিঙ্ক সমৃদ্ধ আমন ধানের জাত উদ্ভাবনে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ড. কামাল হুমায়ুন কবির, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আখ গবেষণা ইনস্টিটিউট ব্রি কর্তৃক জিঙ্ক, আয়রন ও ভিটামিন-সমৃদ্ধ ধানের জাত উদ্ভাবনে আরও শক্তিশালী কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে মতামত প্রদান করেন। এ ইইচ ইকবাল আহমেদ, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী উল্লেখ করেন যে, ব্রি, গাজীপুর লোকেশনে প্রস্তাবিত জাতের রোগবালাই এর আক্রমনের কোন বর্ণনা নাই তবে যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে প্রস্তাবিত জাতে sheath blight রোগের লক্ষন দেখা গেছে , রোগবালাইয়ের আক্রমন বেশী হলে চাষী এ জাতকে গ্রহণ করবে না। এ বিষয়ে ব্রি প্রতিনিধি উল্লেখ করেন যে, sheath blight প্রতিরোধী কোন ধানের জাত নেই তবে প্রস্তাবিত জাতটি sheath blight রোগসহনশীল। অতঃপর ড. খালেকুজ্জমান আকন্দ চৌধুরী, সদস্য পরিচালক(শস্য), বিএআরসি উল্লেখ করেন যে, পুষ্টি বিবেচনায় আমাদের খাদ্য সুসম হওয়া দরকার এবং জাত ছাড়করণের ক্ষেত্রে জিঙ্কের পাশাপাশি অন্যান্য খাদ্য উপাদানসহ ফলন ও রোগবালাইয়ের বিষয়টিও বিবেচনায় রাখা দরকার। এ ছাড়া তিনি চেকজাত ব্রিধান৩৩ কতভাগ জিঙ্ক রয়েছে জানতে চাইলে ব্রি প্রতিনিধি উল্লেখ করেন যে, ব্রিধান ৩৩ এ ১১.৪০ মিলিগ্রাম/কেজি জিন্ক রয়েছে। এ বিষয়ে মোঃ আজিম উদ্দিন, মূখ্য বীজ প্রযুক্তিবিদ, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত সারিটি স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন এবং সরু চাল বিশিস্ট। তাছাড়া জিঙ্ক সমৃদ্ধ এবং আমিষের পরিমাণও ভাল বিধায় ছাড়করণের সুপারিশ করা যেতে পারে। অতঃপর সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, আমাদের খাদ্য তালিকায় সুদুরপ্রসারী পুস্টি ঘাটতি রয়েছে। এ ছাড়া স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি করা সরকারের একটি চাহিদা। প্রস্তাবিত সারিটি স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন এবং Nutritional support রয়েছে বলে মতামত প্রদান করেন। অতঃপর প্রস্তাবিত সারিটির পুস্টিমান ও সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের মতামতের ভিত্তিতে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত বিআর৭৫১৭-২আর-২৭-৩ কৌলিক সারিটি ব্রিধান-৬২ হিসাবে আমন মৌসুমে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত (ক) RM(1)-200(C)-1-10 এবং (খ) RM(1)-200(C)-1-17 কৌলিক সারি দুটি যথাক্রমে বিনাধান ১৪ ও বিনাধান ১৫ হিসেবে বোরো মৌসুমে ছাড়করণ।

(ক) বিনা ধান-১৪ ঃ বিনা'র বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত এলাকার স্থানীয় জাত আশফল এর বীজে ২০০৯ সালে জাপান এটমিক এনার্জি এজেন্সী, তাকাসাকি, গুনমা থেকে ২০০ গ্রে মাত্রার কার্বন আয়ন রশ্মি প্রয়োগ করে এর কৌলিক বৈশিষ্ট্যে স্থায়ী পরিবর্তনের সাধনের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে। পরে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নাবী বোরো মৌসুমে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারী মাসের ২য় সপ্তাহ হতে মার্চের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত রোপন করে সন্তোষজনক ফলাফল পাওয়ায় সারিটি চুড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৮৫-১০০ সে.মি. এবং হেলে পড়ে না, গাছের কান্ড ও পাতা খাড়া, জীবনকাল ১২০-১৩০ দিন। ধানের রং উজ্জ্বল স্বর্ণালী বর্ণের এবং বেশ লম্বা ও চিকন। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৩.১৮ গ্রাম এবং ফলন প্রতি হেক্টরে ৬.০৩-৬.৮ টন।
উক্ত জাতটি ২০১২-১৩ মৌসুমে ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলের ১০টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। বিনা ফার্ম, ময়মনসিংহ; বিনা ফার্ম, জামালপুর; ময়মনসিংহ সদর ও জামালপুর সদর এ ৪টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে এবং বিনা ফার্ম, মাগুরা; মাগুরা সদর, বিনা ফার্ম, ঈশ্বরদী; কালিকাপুর, ঈশ্বরদী; বিনা ফার্ম, রংপুর; রংপুর সদর এ ৬টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের বিপক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক মতামত প্রদান করেন। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পরপর দু'বছর ডিইউএস টেষ্ট সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে।

(খ) বিনা ধান-১৫ ঃ বিনা'র বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত এলাকার স্থানীয় জাত আশফল এর বীজে ২০০৯ সালে জাপান এটমিক এনার্জি এজেন্সী, তাকাসাকি, গুনমান থেকে ২০০ গ্রে মাত্রার কার্বন আয়ন রশ্মি প্রয়োগ করে এর কৌলিক বৈশিষ্ট্যে স্থায়ী পরিবর্তনের সাধনের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে। পরে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নাবী বোরো মৌসুমে অর্থাৎ ফেব্রম্নয়ারী মাসের ২য় সপ্তাহ হতে মার্চের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত রোপণ করে সন্তোষজনক ফলাফল পাওয়ায় সারিটি চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৮৫-১০০ সে.মি. এবং হেলে পড়ে না, গাছের কান্ড ও পাতা খাড়া, জীবনকাল ১২০-১৩০ দিন। ধানের রং উজ্জ্বল স্বর্ণালী বর্ণের এবং বেশ লম্বা ও চিকন। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৩.৬৪ গ্রাম এবং ফলন প্রতি হেক্টরে ৬.৩৩-৭.১৩ টন।
উক্ত জাতটি ২০১২-১৩ মৌসুমে ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলের ১০টি স্থান যথা- বিনা ফার্ম, ময়মনসিংহ; বিনা ফার্ম, জামালপুর; ময়মনসিংহ সদর, জামালপুর সদর, বিনা ফার্ম, মাগুরা; মাগুরা সদর, বিনা ফার্ম, ঈশ্বরদী; কালিকাপুর, ঈশ্বরদী; বিনা ফার্ম, রংপুর; রংপুর সদর এ ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ১০টি স্থানেই জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক মতামত প্রদান করেন।

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পরপর দু'বছর ডিইউএস টেষ্ট সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে।

ট্রায়ালকৃত ফলাফল প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য সভায় উপস্থাপন করা হলে সভাপতি মহোদয় বিনা'র প্রতিনিধিকে প্রস্তাবিত দু'টি সারির তুলনামূলক তথ্যাদি উপস্থাপনের আহ্বান জানান। এ প্রেক্ষিতে ড. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, পিএসও বিনা প্রস্তাবিত সারি দু'টির গবেষণা লব্দ ফলাফলের সচিত্র প্রতিবিদন সভায় উপস্থান করেন। প্রতিবিদন উপস্থাপন কালে তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত সারি দু'টি বোরো মৌসুমে বিলম্বে রোপন উপযোগী ফলে দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন সরিষা জাতের আবাদ করে অনায়েসে এ জাতের আবাদ করা যাবে এবং বিলম্বে চারা তৈরী ও রোপনের কারনে তীব্র ঠান্ডার কোন প্রভাব থাকবে না। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত বিনা ধান ১৪ জাতে আমিষ ও এমাইলোজের পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা ৮.৭৮ ও ২৮ ভাগ। অপর দিকে প্রস্তাবিত বিনা ধান ১৫ জাতে আমিষ ও এমাইলোজের পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা ৯.৭৮ ও ৩১ ভাগ।

অতঃপত বিনা কর্তৃক প্রস্তাবিত ধানের সারি দু'টি ছাড়করণের বিষয়ে উপস্থিত সদস্যবৃন্দের মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। এ প্রেক্ষিতে ড. আরিফ হাসান খান, প্রধান (ভারপ্রাপ্ত), কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ উল্লেখ করেন যে, বিনা কর্তৃক প্রস্তাবিত দু'টি সারি একই source material থেকে উদ্ভাবন করা হয়েছে বিধায় সারি দু'টির মধ্যে হয়তো কোন স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট নাই এবং এ বিষয়ে মাঠ মূল্যায়ন দলের মতামত সঠিক হয়েছে বলে ধারণা করা যায়। দু'টি সারির মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভাল সারিটি ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করা যেতে পারে বলে তিনি মতামত প্রদান করেন। ড. মোঃ আব্দুস সালাম, পরিচালক(গবেষণা) বিনা, ময়মনসিংহ উল্লেখ করেন যে, দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন সরিষা ফসলের আবাদকৃত জমিতে প্রস্তাবিত সারি দু'টি রোপন করা যাবে এবং ফলন ও ভাল পাওয়া যাবে। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, উত্থাপিত তথ্য উপাত্ত থেকে দেখা যায় প্রস্তাবিত সারি দু'টি বোরো মৌসুমে নাবীতে রোপন যোগ্য। এ ছাড়া চেকজাত ব্রি ধান২৮ থেকে কিছুটা আগাম এবং ফলন কিছুটা ভাল। অতঃপর মাঠ মূল্যায়ন ফলাফল ও সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের মতামতের ভিত্তিতে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত RM(1)-200(C)-1-17 কৌলিক সারিটি বিনা ধান১৪ হিসাবে সারা দেশে বোরো মৌসুমে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বজি বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ বিবিধ ঃ বেসরকারী সেক্টর হতে বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিকে এবং সীডম্যান সোসাইটি অব বাংলাদেশের সাধারন সম্পাদক জনাব মোঃ শাজাহান আলীকে কারিগরি কমিটির সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তকরণ বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করা হলে সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, বর্তমান সরকারী বিধি বিধান অনুসরন করেই কারিগরি কমিটিতে বেসরকারী সেক্টরের সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তবে বেসরকারী সেক্টরের একাধিক সংগঠন না হয়ে একক সংগঠন হলে বোর্ডের কারিগরি কমিটিতে সদস্য অন্তর্ভুক্তকরন সহজ হয়। এ বিষয়ে বীজ সেক্টরের বিভিন্ন সংগঠন এক হয়ে একক প্রতিনিধি প্রেরণ করলে ভাল হয়। এ প্রেক্ষিতে এফ আর মালিক, সভাপতি, বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন উল্লেখ করেন যে, বীজ উইং কৃষি মন্ত্রণায়ল এর ডিসেম্বর ২৭, ২০১১ তারিখের ২২৫ সংখ্যক স্মারক মূলে জানুয়ারী ১০, ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সীড এসোসিযেশনের উপদেষ্টা ও আহবায়ক কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশনকে বেসরকারী বীজ খাতের একক বীজ সংগঠন হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। এ ছাড়া বেসরকারী সেক্টর থেকে বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন কে কৃষি সেক্টরের সকল পর্যায়ে প্রতিনিধি রাখা হবে মর্মে জাতীয় বীজ বোর্ডের সেপ্টেম্বর ২৭, ২০১২ খ্রিঃ অনুষ্ঠিত ৭৮তম সভায় সিদ্ধান্ত রয়েছে। বীজ উইং কৃষি মন্ত্রণালয় ও জাতীয় বীজ বোর্ডের উপরোল্লেখিত সিদ্ধান্ত বিবেচনাপূর্বক বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশনের প্রস্তাবিত প্রতিনিধিকে জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটিতে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করার বিষয়ে তিনি মতামত প্রদান করেন। এছাড়া জনাব মোঃ শাজাহান আলী বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশনে যোগদান করলে এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে কারিগরি কমিটিতে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্তির জন্য তার নাম প্রস্তাব করা যেতে পারে মর্মেও তিনি মতামত প্রদান করেন। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় মতামত প্রদান করেন যে, বীজ ইউং, কৃষি মন্ত্রণালয় ও জাতীয় বীজ বোর্ড কৃষি মন্ত্রণালয়ে এর উল্লিখিত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিকে কারিগরি কমিটির সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্তির বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। অতঃপর উপস্থিত সদস্যবৃন্দের মতামতের ভিত্তিতে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্তঃ

বেসরকারী সেক্টর হতে বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশনের সভাপতিকে কারিগরি কমিটি জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্তকরণের বিষয়টি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হলো।

সভায় উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি মহোদয় সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-
(ড. ওয়ায়েস কবীর)
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি
ও
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

স্বাক্ষর/-
(এ এইচ ইকবাল আহমেদ)
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
ও
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
গাজীপুর-১৭০১।